দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 JAN 2008

পৃ. ৩ কলাম ৩

22

ঢাবি শিক্ষক সমিতির নির্বাচন

প্রচারণার মুখ্যবিষয় শিক্ষকদের মুক্তি

শাহজাহান গুপ্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি নির্বাচন-২০০৮ কে সামনে রেখে প্রচার-প্রচারণা জমে না উঠলেও কারাবন্দী শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়টিকে নির্বাচনী প্রচারণায় মুখ্য বিষয় হিসাবে দেখা হচ্ছে। শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারে সরকারের প্রতিশ্রুতির দিকে তাকিয়ে থাকা নাকি আন্দোলনের মাধ্যমে শিক্ষকদের মুক্ত করা- এই দুই বিষয় নিয়ে শিক্ষক রাজনীতি এখন কার্যত দুই মেরুতে। আগামী ১৫ জানুয়ারী নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতোমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু করেছে আওয়ামী লীগপন্থী নীল ও বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দল। আগামী দু'একদিনের মধ্যে প্যানেল চূড়ান্ত হবে বলে জানা গেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা। শিক্ষক সমিতির ঐতিহ্য অনুযায়ী এটি একটি রেওয়াজ এ পরিণত হয়েছে। কিন্তু চলতি বছর এ ধারাবাহিকতা ব্যত্যয় ঘটেছে। গতকাল থেকে নতুন নির্বাচিত কমিটির হাতে দায়িত্ব থাকার কথা থাকলেও নানা কারণে তা সম্ভব হয়নি। আওয়ামী লীগপন্থী নীল দলের শিক্ষকরা এজন্য বিএনপি-জামায়াতপন্থী সাদা দলকে দায়ী করেছেন। নীল দলের আহ্বায়ক প্রফেসর ড. মুহাম্মদ সামাদ বলেন, বর্তমান কমিটির নেতৃত্বের অসৎ উদ্দেশ্যের কারণেই যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। গত ২৪ নভেম্বর নির্বাচনের তারিখ চূড়ান্ত হলেও সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক কাউকে বিষয়টি জানাননি। আমাদের চিঠি দিয়ে জানতে হয়েছে। তাছাড়া নির্বাচন কমিশনার হিসেবে আমরা কয়েকজন শিক্ষকদের নাম প্রস্তাব করেছিলাম কিন্তু সেগুলো আমলে নেয়া হয়নি। তিনি বলেন, সরকারের নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্যই তারা নির্বাচনের গড়িমসি করেছে। সমিতির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, বর্তমান কমিটি নির্বাচন না করে শিক্ষকদের নেতৃত্ব শূন্য করতে চাচ্ছে। এর পেছনে কাদের মদদ রয়েছে আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

অপরদিকে সাদা দলের শিক্ষকরা বলছেন, শিক্ষক সমিতির সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ তিনজন সদস্য কারাবন্দী থাকায় এবং দেশে জরুরী অবস্থা বলবৎ থাকায় সঠিক সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন শিক্ষককে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করা হলেও নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে কেউ রাজি হননি। সমিতির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ড. মামুন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ জন অভিজ্ঞ শিক্ষককে নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করা হয়েছে। যারা বিগত ১০ বছর ধরে এ দায়িত্ব পালন করছেন। এসব শিক্ষকরা হলেন- উদ্ভিদ বিজ্ঞানের প্রফেসর হাদীউজ্জামান, প্রফেসর ইশতিয়াক মাহমুদ, কলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডীন প্রফেসর আমিনুল ইসলাম, ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর আহমেদ কামাল, প্রফেসর আহমেদ কবির, প্রফেসর আজিজুর রহমান, প্রফেসর ফজলে এলাহী। ড. মামুন বলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে সরকারের অনুমতি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণে তারা রাজি হননি। প্রফেসর হাদীউজ্জামানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, আজকের বাস্তবতায় অনুমতি না নিয়ে নির্বাচন করে শিক্ষকদের বিপদে ফেলতে চাননি তারা।

এদিকে কারাবন্দী শিক্ষক-ছাত্রদের মুক্তির বিষয়টি শিক্ষক সমিতির নির্বাচনে 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসাবে দেখা হচ্ছে। সাদা দলের শিক্ষকরা শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারে নীল দলের আলটিমেটাম ও আন্দোলনের হুমকিকে নির্বাচনী 'গেম' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তারা বলছেন, শিক্ষকদের মুক্তির বিষয়টি একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এগুচ্ছে। এখন আন্দোলন করার কিছু নেই। তবে নীল দলের শিক্ষকরা বলছেন, সরকারের দালালী করার জন্যই সাদা দলের পক্ষ থেকে এ ধরনের কথা বলা হচ্ছে।

এদিকে নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই পক্ষেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে উভয় পক্ষ একাধিক প্রস্তুতি সভা করেছে। গতকাল রাতে সাদা দলের শিক্ষকরা প্রস্তুতি সভা করেছেন। এর আগে নীল দলের শিক্ষকরা সভা করে নির্বাচনের কার্যক্রম শুরু করেছেন। তবে কোন পক্ষেই এখনো প্রার্থী চূড়ান্ত হয়নি। নীল দলের আহ্বায়ক প্রফেসর মুহাম্মদ সামাদ বলেন, শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটিতে মোট ১৫টি পদ রয়েছে। প্রতিটি পদের জন্য আমাদের কাছে ৮ থেকে ৯ জনের নামে প্রস্তাব এসেছে। এখনো কোন নাম চূড়ান্ত হয়নি। প্রস্তুতি চলছে বলে জানান তিনি। এদিকে সাদা দলের ড. মামুন আহমেদ বলেছেন, এখনো প্রার্থী চূড়ান্ত হয়নি। তবে সভাপতি প্রার্থী হিসেবে প্রফেসর সদরুল আমিনকেই রাখা হবে বলে জানান তিনি।